* পাটের বীজ ফসল কাটার পর কখনো স্তুপ করে কোন কিছু দিয়ে ঢেকে রাখা যাবে না তাতে গরমে বীজ নষ্ট হয়ে যেতে পারে। প্রতিদিন ৮ ঘন্টা হিসেবে কমপক্ষে ৫ দিন গাছ থেকে বীজ ছড়ানোর পর কাপড় / ছালা বা কাগজের উপর রৌদ্র শুকাতে হবে। ধান শুকানোর মত পাটের বীজ (২/১ টি) মুখে নিয়ে দাত দিয়ে চিবালে কট করে শব্দ হলে বুঝতে হবে তা ভালভাবে শুকিয়েছে।
* উৎপাদিত পাট বীজের সমআয়তনের প্লাষ্টিক বা টিনের পাত্রে ভালভাবে মুখ এঁটে বীজ সংরক্ষন করা হয়। সংরক্ষনের সময় প্রতি কেজি পাট বীজে ৪ গ্রাম প্রোভেক্স ২০০ মিশিয়ে সংরক্ষন করতে পারলে বীজ দীর্ঘদিন ভাল থাকে এবং পরে বপন মৌসুমে উত্তম বীজ হিসাবে ব্যবহার করা যায়।

প্রযুক্তি হতে ফলন প্রাপ্তি

* এই প্রযুক্তি ব্যবহারে নাবী পদ্ধতিতে বিজেআরআই দেশী পাট-৮ এর বীজ ফলন ঃ ১৩৫০ কেজি/হেক্টর উৎপাদন করা যায়।

প্রযুক্তি বার্তা রচনায় :

কৃষিবিদ ড. মোঃ আবদুল আলীম
মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, কৃষিতত্ত্ব বিভাগ

ড. মাহমুদ আল হোসেন
পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ)

কৃষিবিদ জান্নাতুল ফেরদৌস
বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, ক্রপ ম্যানেজমেন্ট শাখা, কৃষিতত্ত্ব বিভাগ

কৃষিবিদ বর্ণালী মোস্তফা
বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, মৃত্তিকা বিজ্ঞান শাখা, কৃষিতত্ত্ব বিভাগ

সম্পাদনায় : ড. মোঃ মাহবুবুল ইসলাম
পরিচালক (পরিকল্পনা, প্রশিক্ষণ ও যোগাযোগ)

প্রকাশকাল : জুন, ২০২০ খ্রিঃ
সংখ্যা : ৪০০০ কপি
প্রকাশনায় : মহাপরিচালক
বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনস্টিটিউট

যোগাযোগ :
পরিকল্পনা, প্রশিক্ষণ ও যোগাযোগ উইং
বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনস্টিটিউট
মানিক মিয়া এভিনিউ, ঢাকা-১২০৭।
www.bjri.gov.bd

Printed by: LetterPress, Katabon, Dhaka-1000.
Cell: +88 01711-166 375, E-mail: fazlu6@gmail.com

বিজেআরআই দেশী পাট-৮ এর বীজ উৎপাদন প্রযুক্তি

কৃষি উইং
বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনস্টিটিউট
মানিক মিয়া এভিনিউ, ঢাকা-১২০৭

ভূমিকা

পাট বাংলাদেশের প্রধান অর্থকরী ফসল। দেশের মোট আবাদ যোগ্য জমির (৮৫,৮৬,৮৬৪ হেক্টর) ১০% জমিতে পাট চাষ হয়ে থাকে এবং মোট পাট চাষের ১০% জমিতে দেশী পাট চাষ হয়ে থাকে। আমাদের প্রায় ৬০০ টনের মত দেশী পাট বীজ প্রয়োজন হয়। দেশী পাট বীজ উৎপাদনে আমরা স্বয়ং সম্পূর্ণ। একক প্রতি ফলন বৃদ্ধি এবং গুনগত মানের আঁশ ও বীজ উৎপাদন করা আমাদের নিরন্তর প্রচেজষ্টা। বিজেআরআই দেশী পাট -৮ এর বীজ উৎপদন প্রযুক্তি কাঙ্খিত চাহিদা পূরনে একটি মাইল ফলক হিসেবে কাজ করবে।

প্রযুক্তির বৈশিষ্ট

* নাবী পদ্ধতিতে (আগষ্ট - সেপ্টেম্বর ১ম সপ্তাহ) অল্প সময়ে (৪ মাস) দেশী পাট বীজ উৎপাদন করা যায়।
* দ্রুত বর্ধনশীল, মধ্যম লবনাক্ত সহিষ্ণু এবং মোজাইক রোগ প্রতিরোধী।
* অপরাপর দেশী পাট জাত (যেমন- বিজেআরআই দেশী পাট-৬, বিজেআরআই দেশী পাট-৭) গুলোর চেয়ে বিজেআরআই দেশী পাট-৮ এর বীজের ফলন প্রায় ৩০% বেশী। বীজের মান (অঙ্কুরোদগম ক্ষমতা > ৯০%) ভাল।
* স্বল্প ব্যয়ে করে অধিক মুনাফা অর্জন করা যায়।

প্রযুক্তির উপযোগিতা

* এই প্রযুক্তিটি সারা দেশ ব্যাপী ব্যবহার উপযোগী তবে যে সমস্ত এলাকায় দেশী পাট উৎপাদন হয় সে সমস্ত এলাকা এবং দেশের দক্ষিনাঞ্চলীয় মধ্যম লবনাক্ত এলাকায় ব্যবহার করা যায়। যেখানে সারাদিন রৌদ্র পাওয়া যায় এবং জলাবদ্ধতা মুক্ত এমন দোঁ-আশ, বেলে দোঁ-আশ, এটেল দোঁ-আশ মাটি পাট বীজ ফসলের জন্য উপযুক্ত।

* প্রান্তিক ও মাঝারী কৃষক এ পদ্ধতিতে অল্প জমিতে অধিক ফলন ও মান সম্পন্ন (৯০% এর বেশী অঙ্কুরোদগম ক্ষমতা সম্পন্ন) দেশী পাট বীজ উৎপাদন করতে পারবেন। ভাল বীজে বাজার চাহিদা ভাল থাকে ও ভাল দাম পাওয়া যায়।
* শ্রাবন মাসের মাঝামাঝি (অগাষ্টের প্রথম) থেকে ভাদ্র মাসের ৩য় সপ্তাহ (০৭ সেপ্টেম্বর) উচু জমিতে যেখানে বৃষ্টি হলেও পানি জমে না সে রকম জমিতে এ পদ্ধতি ব্যবহার উপযোগী।

মাঠ পর্যায়ে করণীয়

* উচু জমি যেখানে বৃষ্টি হলেও পানি জমে না এ প্রযুক্তি ব্যবহারের জন্য সেরকম জমি নির্বাচন করতে হবে।
* শ্রাবন মাসের মাঝামাঝি (অগাষ্টের প্রথম) থেকে ভাদ্র মাসের ৩য় সপ্তাহ (০৭ সেপ্টেম্বর) জুড়ে এ পদ্ধতিতে পাট বীজ বপন করা যায়। বপন ছিটিয়ে বা লাইনে করা যায়। লাইনে বপনে পরিচর্যা করা সুবিধাজনক।
* ছিটিয়ে বপনে শতাংশ প্রতি ২০ গ্রাম এবং লাইনে বপনে শতাংশ প্রতি ১৫ গ্রাম বীজ প্রয়োজন হয়। লাইন বপনে লাইন টু লইন দূরত্ব ৩৫ সেমি এবং গাছ টু গাছ দুরত্ব ১৫ সেমি রাখতে হয়। বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলের জন্য শ্রাবন মাস এবং দক্ষিনাঞ্চলের জন্য মধ্য শ্রাবন থেকে মধ্য ভাদ্র পর্যন্ত দেশী পাট বীজ বপর করা উত্তম।

* শতাংশ প্রতি ২০ কেজি জৈব সার (গোবর/কম্পোষ্ট) বীজ বপনের ২০-২১ দিন পূর্বে প্রথম চাষের সময় প্রয়োগ করে জমি চাষ করে ভাল ভাবে মিশিয়ে দিতে হবে।
* জমির শেষ চাষের সময় রাসায়নিক সার প্রয়োগ করতে হয়। শতাংশ প্রতি ইউরিয়া-৬০০ গ্রাম, টিএসপি-২০০ গ্রাম, এমপি-৪০০ গ্রাম, জিপসাম-৪০০ গ্রাম, জিংক সালফেট-৪০ গ্রাম ও বোরাক্স-৪০ গ্রাম প্রয়োগ করতে হয়।
* ইউরিয়ার এক তৃতীয়াংশ অর্থাৎ ২০০ গ্রাম ইউরিয়াসহ অন্যান্য সকল সার শেষ চাষের সময় মাটিতে দিয়ে চাষ করে মিশিয়ে দিতে হয় এবং মাটি দিয়ে বীজ ঢেকে দিতে হয়। অবশিষ্ট ইউরিয়ার ২০০ গ্রাম বীজ বপনের ২০-২৫ দিন পর আগাছা পরিস্কার ও মাটি আলগা করে বিকেল বেলা জমিতে উপরি প্রয়োগ করতে হয়। বীজ বপনের ৪০-৪৫ দিন পর আগাছা পরিস্কার ও মাটি আলগা করে বিকেল বেলা জমিতে ২০০ গ্রাম ইউরিয়া আর একবার উপরি প্রয়োগ করতে হয়।
* প্রয়োজন মাফিক যে কোন আন্তঃ পরিচর্যা যেমনঃ নিড়ি দেয়া, মাটি ঝুরঝুরে করে দেয়া, অবাঞ্ছিত/রোগাক্রান্ত গাছ তুলে ফেলা, রোগ ও পোকা মাকড়ের আক্রমনে ঔষধ প্রয়োগ, সেচ দেয়া, অতিরিক্ত পানি নিষ্কাষন করা ইত্যাদি কাজ সময় মত করতে হবে।
* পাট ফসলের শতকরা ৭০-৮০ ভাগ ফল বাদামী রং ধারন করলে গাছের গোড়া সমেত রৌদ্রজ্জ্বল দিনে সকাল বেলা কেটেক্ষেতে বিছায়ে রেখে বিকেল বেলা সংগ্রহ করতে হয়। পাটের বীজ ফসল সংগ্রহর সময় বীজে প্রায় ৩০-৩৫% জলীয় বাষ্প থাকে যা কাটার ২৪ ঘন্টার মধ্যে অর্ধেকে নামিয়ে আনতে না পারলে বীজ নষ্ট হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে।